যায়যায়দিন
তারিখ 1-8 APR 2008 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন : একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ

সরকার ২০১০ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষার সনাতন পদ্ধতি পরিবর্তন করে দক্ষতা ভিত্তিক কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন প্রচলনের উদ্যোগ নিয়েছে। এটি হবে যুগোপযোগী একটি বাস্তব পদক্ষেপ। কাঠামো অনুসরণ করে কয়েকটি অংশে বিভক্তির মাধ্যমে রচিত প্রশ্নপদ্ধতিই হলো কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতি। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি অনেকটা সনাতনী ধাচের। মুখস্থ নির্ভর ও বাজারের গাইড নির্ভর জ্ঞান থেকে শিক্ষার্থীদের বের করে তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও চিন্তাশক্তির উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিদ্যমান পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করেছে এবং সেগুলো থেকে উত্তরণের জন্য ২০১০ সাল থেকে নতুন এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিক্ষাক্রম ও সিলেবাস অপরিবর্তিত রেখে শুধু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও মূল্যায়নের সংস্কার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকবে দুই ধরনের।

১. কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন (Structured Question) ও

২. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন (Multiple Choice Question)।

১০০ নাম্বারের একটি প্রশ্নপত্রে ৬০ নাম্বারের কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন এবং ৪০ নাম্বারের বহু নির্বাচনী (তিন অংশে বিভক্ত) প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উল্লেখ্য, নতুন এ পরীক্ষা পদ্ধতিতে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নে চারটি অংশ থাকবে। অংশগুলো শিক্ষার্থীদের চিন্তন দক্ষতার স্তরের কাঠিন্য অনুসারে সাজানো হবে।

(ক) জ্ঞানস্তর (সহজ প্রশ্ন) : ১ নাম্বারের এ স্তরের প্রশ্নের মাধ্যমে আগের জানা কোনো বিষয় স্মরণ করার দক্ষতা যাচাই করা হয়।

(খ) অনুধাবন স্তর (সহজ প্রশ্ন) : ২ নাম্বারের এ স্তরটি জ্ঞান স্তরের চেয়ে একটি জটিল স্তর। এটি হলো কোনো

বিষয়ের অর্থ বোঝার দক্ষতা আর তা হতে পারে তথ্য, সূত্র, নীতিমালা, নিয়ম-পদ্ধতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

(গ) প্রয়োগ স্তর (মোটামুটি কঠিন প্রশ্ন) : ৩ নাম্বারের এ স্তরটি একটু জটিল বটে। আগের শেখা বিষয়কে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে ব্যবহার দক্ষতাই হলো প্রয়োগ দক্ষতা। এখানে বিধি, তত্ত্ব, নিয়ম পদ্ধতি, ধারণানীতি ইত্যাদির প্রয়োগ হতে পারে।

(ঘ) উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার স্তর (অধিক কঠিন প্রশ্ন) : চিন্তন দক্ষতার সবচেয়ে কঠিন স্তর হলো এটি। চার নাম্বারের এ প্রশ্নে থাকবে বিশ্লেষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ) ও সংশ্লেষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ) বিচার বিবেচনা। উচ্চতর স্তরের বিষয়গুলো হলো- বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগঠিত করা ও তথ্যগুলোর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা। মতামত প্রদান, সমাধান ও মূল্য বিচার করা।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন তৈরিতে অবশ্যই একটি ভালোমানের উদ্দীপক (Stem) তৈরি করতে হবে এবং তা থেকে হুবহু প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা যাবে না। প্রতিটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের মান হবে ১০। প্রতিটি প্রশ্নের চারটি অংশকে ক, খ, গ ও ঘ বর্ণনাক্রমে সাজানো হবে। মোট নয়টি প্রশ্ন থাকবে এবং সেখান থেকে যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন প্রণয়নের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। কিন্তু এ পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষার্থী এবং বেশির ভাগ শিক্ষকেরই এখনো তেমন কোনো ধারণা নেই। ফলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শিক্ষার্থীদের আগে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের এ ব্যাপারে পুরোপুরি ধারণা থাকতে হবে। শিক্ষকদের ট্রেইনিংয়ের মাধ্যমে এ বিষয়ে আগে ধারণা দিতে হবে যাতে তারা ছাত্রছাত্রীদের এ পদ্ধতিতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারেন।

তবে এ পদ্ধতিটি ২০১০ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় চালু না করে আগামী সেশন থেকে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে চালু করা যেতে পারে। যাতে শিক্ষার্থীরা প্রথম থেকেই এ অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। তা না হলে হঠাৎ করেই এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিলে রেজাল্ট খারাপ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

এইচ এম মাসুদুর রহমান
ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা ইউনিভার্সিটি